বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কতৃক প্রকাশিত
____ বার, _____মাস _____দিন, ____ খ্রিঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়

এস, আর, ও, নং .....আইন/২০১৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন– (১) এই প্রবিধানমালা নিরাপদ খাদ্য (নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা .....তারিখ বা তার পরবর্তী সময় হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ -এর ধারা ৪৫ হইতে ধারা ৫৫ -তে উল্লিখিত খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ফিস, এবং সনদ প্রদান প্রসঙ্গে প্রবিধান জারী নির্দেশনার আলোকে সেই সকল বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই প্রবিধানমালা প্রণীত হইয়াছে।

২। সংজ্ঞা– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনকিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

(ক) ‘আইন’ অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) ‘আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা” অর্থ নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) ‘কার্যালয় প্রধান’ অর্থ যে কোন কার্যালয়ের প্রধান যাহার অধীনে কোন খাদ্য পরীক্ষাগার রহিয়াছে;

(চ) ‘খাদ্য পরীক্ষাগার’ অর্থ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ছ) ‘খাদ্য বিশ্লেষক’ অর্থ আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন খাদ্য বিশ্লেষক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন খাদ্য বিশ্লেষকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) ‘নমুনা’ অর্থ বলিতে খাদ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা;

(ঙ) ‘নমুনা কোড’ অর্থ নমুনায় ব্যবহৃত সংকেত লিপি;

(ঝ) ‘নমুনা ধারণপাত্র’ অর্থ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের নমুনা সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যবহারের জন্য কোন আধার বা মোড়ক, যাহা ধুলাবালি, জৈব বা রাসায়নিক দূষক, ভারি ধাতু হইতে মুক্ত, শুষ্ক, এবং উক্ত নমুনার সাথে নিষ্ক্রিয় ও নির্জীবিত পাত্র;

(ঞ) 'নমুনা সংগ্রহকারী' অর্থ যে কোন ব্যক্তি বা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি;

(ট) 'পরিদর্শক" অর্থ আইনের ৫১ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) 'পরীক্ষা' অর্থ খাদ্যের প্রয়োজনীয় ভৌত, রাসায়নিক, অণুজৈবিক ও ঐন্দ্রিয়ক পরীক্ষা;

(ড) 'ফরম' অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ফরমসমূহ;

(ঢ) 'বিশ্লেষণ' অর্থ খাদ্য পরীক্ষা ও প্রাপ্ত ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ;

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নমুনা সংগ্রহ ও প্রেরণ

৩। নমুনা সংগ্রহ— (১) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত দায়িত্ব পালনকালে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে দূষক বা ভেজাল দ্রব্য বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন দ্রব্য থাকিবার সন্দেহের উদ্রেক হইলে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে বা এই সকল কারণে অনিরাপদ মনে হইলে খাদ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) আইনের ধারা ৪৬ অনুসারে কোন ব্যক্তির উদ্যোগে সংগৃহীত নমুনা বা আইনের ধারা ৫২ -তে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কোন পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনের ৪৭ ধারার বিধান অনুসারে কোন নমুনা বিক্রয় বা সমর্পিত হইলে উক্ত নমুনা বা ৫৫ (৩) ধারায় জব্দকৃত খাদ্য হইতে সংগৃহীত নমুনা সংগ্রহান্তে নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রেরণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নরূপ প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন-

(ক) নমুনা সংগ্রহের সময় ন্যূনতম একজন সাক্ষী থাকিতে হইবে এবং নমুনা সংগ্রহকালে যত ধরণের প্রমাণ বা রেকর্ডপত্র তৈরি করা হইবে উহাদের প্রত্যেকটিতে সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ গ্রহণ করিতে হইবে; প্রয়োজনে ভিডিও এবং শব্দ রেকর্ড করাসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) তফসিল- ১ -এ প্রদত্ত নমুনা পরীক্ষা ফরম নপ-১ ব্যবহার করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার পক্ষে নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে প্রয়োজনীয় নোটিশ জারী এবং উক্ত ফরমে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে পরীক্ষার জন্য যেই খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সেই খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী, বিতরণকারী বা সরবরাহকারীকে উক্ত নোটিশ অনুলিপি প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) আইনের ধারা ৪৭ (৩) মোতাবেক নমুনা প্রদানকারী উক্ত নমুনা বিক্রয় বা, ক্ষেত্রমত, সমর্পণ করিয়াছেন মর্মে ফরম নপ-১ -এর সংলাগ -এর প্রথম অংশে ঘোষণায় স্বাক্ষর করিবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ৪৬ (১) মোতাবেক কোন ব্যক্তি খাদ্য বিশ্লেষক প্রদত্ত কোন সনদ বা উহার অনুলিপি তাহার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিতে বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিবেন না মর্মে ফরম নপ- ১ -এর সংলাগ -এর দ্বিতীয় অংশে ঘোষণায় স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) -এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন আইনের ধারা ৫০ মোতাবেক কোন আদালত হইতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নমুনা গ্রহণকালে ফরম নপ- ১ পূরণ করার আবশ্যকতা থাকিবেনা এবং উপ-প্রবিধান (২) -এর দফা (ক) এবং দফা (খ) প্রযোজ্য হইবেনা।

(৪) যেক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার পক্ষ হইয়া নমুনা বিক্রেতা বা ক্ষেত্রমত সমর্পণকারীর কোন খোলা বা উন্মুক্ত পাত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে বা প্রদান করিবে সেক্ষেত্রে নমুনা যে মূল ধারণপাত্র হইতে বাহির করিয়া উক্ত খোলা বা উন্মুক্ত পাত্রে রাখা হইয়াছিল উক্ত মূল ধারণপাত্র হইতেও নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে;

(৫) আইনের ধারা ৪৬ অনুসারে কোন ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করাইতে চাহিলে তিনি নিজ দায়িত্বে উক্ত নমুনা সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রদান করিতে পারিবেন এবং তাহার নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে ইহা তাহাকে আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতে বারিত করিবেনা এবং সেক্ষেত্রে ফরম নপ- ১ -এর প্রযোজ্য ক্ষেত্রগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি— বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সময় সময় নির্দেশিকা জারী করিয়া নমুনা চয়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

৫। পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনার পরিমাণ— (১) আইনের ধারা ৪৬ মোতাবেক কোন ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে বা আইনের ধারা ৪৭ মোতাবেক নমুনা বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা সমর্পণ করার ক্ষেত্রে বা ধারা ৫০ মোতাবেক কোন আদালতের নির্দেশনা অনুসারে ~~হইতে~~ নমুনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বা ধারা ৫৫ মোতাবেক জব্দকৃত খাদ্যের ক্ষেত্রে খাদ্য নমুনার পরিমাণ কর্তৃপক্ষ সময় সময় জারীকৃত নির্দেশিকা দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(২) উপ-প্রবিধান (১) -এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, আদালত হইতে যেরূপ নির্দেশনা থাকিবে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(৩) সংকটকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় খাদ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ বা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত নমুনার পরিমাণ, সংগ্রহ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। নমুনা ধারণপাত্রের ব্যবহার — (১) নমুনা সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ও নির্ধারিত নমুনা ধারণপাত্র ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে নমুনার মান সংরক্ষণকালে বা প্রেরণকালে অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে;

(২) নমুনা সংগ্রহকালে সংগ্রহকারীর স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকা ছাড়াও নমুনা সংগ্রহের কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম বা ধারণপাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে নমুনার মান অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

(৩) নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য মোড়কজাত বা খোলা ধারণপাত্র হইতে সংগৃহীত নমুনার ধরণ অনুযায়ী যথাযথ তাপমাত্রা ও পরিবেশে সুবিধাজনকভাবে নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রবিধানে সংজ্ঞায়িত 'নমুনা ধারণপাত্র' এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে নমুনার সংস্পর্শে আসিয়াও তাহা নিষ্ক্রিয় ও নির্জীবিত থাকে এবং উহা এমনভাবে আটকাইতে হইবে যাহাতে পাত্রস্থিত নমুনার মান অপরিবর্তিত থাকিবে মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় ।

৭। নমুনা বিভাজন ও বিতরণ — (১) নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক সকল উৎস হইতে সংগৃহীত বা সমর্পিত বা জব্দকৃত বা প্রদত্ত সকল প্রকার নমুনা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর উপস্থিতিতে, আইনের ৪৮ ধারার বিধান অনুযায়ী চারটি অংশে বিভক্ত করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে মোড়কাবদ্ধ যে কোন খাদ্যের ক্ষেত্রে একই লটের চারটি নমুনা গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) নমুনার চারটি অংশ চারটি পৃথক উপযুক্ত নমুনা ধারণপাত্রে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক অংশের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা কোড প্রদানসহ প্রয়োজনীয় লেবেলিং করিতে হইবে। অতঃপর নমুনা ধারণপাত্রটি সিল-গালা করিতে হইবে এবং অতঃপর—

(ক) একটি অংশ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে প্রদান করিতে হইবে;

(খ) একটি অংশ, ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে, খাদ্যের ধরণভেদে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত উপযুক্ত স্থান ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার/আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নিকট অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) অবশিষ্ট দুইটি অংশ সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট পৃথক পৃথক চালানে অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে আইনের ধারা ৫০ মোতাবেক সংগৃহীত বা আদালত হইতে প্রাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে, অন্যবিধ নির্দেশনা না থাকিলে, উক্ত নমুনা নির্ধারিত পরিমাণ পাওয়া গেলে উপ-প্রবিধান (২) -এর (খ) এবং (গ) এর অনুসরণে সমান তিন অংশে ভাগ করিতে হইবে; নমুনার পরিমাণ উহা হইতে কম পাওয়া গেলে সমান দুই অংশে ভাগ করিয়া একটি অংশ (খ) ও অপর অংশটি (গ) মোতাবেক ব্যবহার করিতে হইবে;

তবে আরও শর্ত থাকে যে আইনের ধারা ৭৩ (১) মোতাবেক কখনও কোন নমুনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার/ আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করা হইলে উক্ত দপ্তর উক্ত নমুনা ঐ অবস্থায় সরাসরি এবং অনতিবিলম্বে খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(৩) প্রবিধান ৩ (৪) উল্লিখিত মূল ধারণপাত্র হইতে যে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাও প্রবিধান ৭ (২) মোতাবেক বিভাজন করিতে হইবে এবং এই প্রবিধানমালার অন্যান্য প্রবিধান ও উপ-প্রবিধান অনুসরণ করিয়া উক্ত নমুনা প্রেরণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ, নমুনা সংরক্ষণ এবং সনদ প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম একইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে;

(৪) আইনের ৫০ ধারায় উল্লিখিত আদালত হইতে প্রেরিত বা প্রাপ্ত নমুনার অবস্থা বিষয়ক একটি প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ তপসিল- ১ প্রদত্ত ফরম নপ- ২ -তে লিপিবদ্ধ করিয়া যে আদালত হইতে নমুনা আসিয়াছে উক্ত আদালতের অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে;

(৫) ইহা ব্যতীত আদালতের নির্দেশনায় প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত হইলে বা কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা থাকিলে তদসংক্রান্ত তথ্য খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট হইতে প্রাপ্তির সাথে সাথে তপসিল- ১ ফরম নপ- ৩ -এ লিপিবদ্ধ করিয়া যে আদালত হইতে নমুনা আসিয়াছে উক্ত আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৮। নমুনার মূল্য পরিশোধ— (১) নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য পরীক্ষার জন্য আইনের ধারা ৪৭ (১) মোতাবেক যে নমুনা সংগ্রহ করিবেন সেই নমুনার মূল্য বাজার দরে নমুনা সংগ্রহের এক মাসের মধ্যে নমুনা প্রদানকারী বা বিক্রেতাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে এবং সমর্পণকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের মূল্য দাবী করা হইলে, উক্তরুপ দাবীর এক মাসের মধ্যে দাবীকৃত নমুনার মূল্য পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে;

(২) ক্রয়কৃত বা সমর্পনকৃত, উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োগপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত খাদ্য পরিদর্শকের-কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য নমুনার মূল্য নমুনা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করিবে।

৯। খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট নমুনা প্রেরণ— (১) প্রবিধান ৭ (২) (গ) -তে উল্লিখিত নমুনার দুইটি অংশ উক্ত নমুনা যে এলাকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিতে হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত নমুনা যে কোন খাদ্য বিশ্লেষক, পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে সকল ক্ষেত্রেই নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, যাহা প্রযোজ্য, নমুনার দুইটি অংশ এক চালানে খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ না করিয়া পৃথক পৃথক দুইটি চালানের মাধ্যমে প্রেরণ করিবেন;

(২) পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের জন্য তপসিল- ২ -তে প্রদত্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের বিপরীতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(৩) খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট নমুনা প্রেরণকালে নমুনার সাথে তপসিল- ১ ফরম নপ- ৪ পূরণ করিয়া তাহাকে জানাইতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে সকল প্রকারের নমুনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে মোড়কবন্দি করত: সিল-গালা বা ট্যাম্পার প্রুফ অবস্থায় প্রেরণ করিতে হইবে;

(৪) নমুনাগুলি নিরাপদে হাতে হাতে বা নিরাপদ বাহন বা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন নির্দেশিত পদ্ধতিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত তাপ ও চাপে এবং দ্রুত এমনভাবে প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে প্রেরণকালে নমুনার মান অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকে।

১০। নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি— (১) প্রবিধি ৭ (২) (খ) -তে উল্লিখিত নমুনার অংশটি নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাহা নির্ধারণ করা হইবে, খাদ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, নমুনার মোড়ক, ধারণপাত্র বিবেচনা করিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে এবং পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে নমুনার মান অপরিবর্তিত থাকে এবং তিনি সে বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

প্রবিধি ৭ (২) (গ) -তে উল্লিখিত নমুনার অংশটি খাদ্য বিশ্লেষক বা খাদ্য পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধান খাদ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, নমুনার মোড়ক, ধারণপাত্র বিবেচনা করিয়া যথাযথ পদ্ধতিতে এবং পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে নমুনার মান অপরিবর্তিত থাকে এবং তিনি সে বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে সকল ক্ষেত্রেই নমুনা সংরক্ষণের জন্য নমুনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগলিক বা স্থানিক আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া, অনুধাবন করিয়া এবং নিশ্চিত হইয়া স্বাভাবিক তাপ-চাপ বা নিয়ন্ত্রিত তাপ-চাপ যাহা প্রযোজ্য তাহাই নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সংরক্ষণের স্বার্থে সুবিধাজনক স্থান হিসাবে প্রাথমিকভাবে যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান ব্যবহার করা যাইবে। প্রয়োজনে যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানও ব্যবহার করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে সকল ক্ষেত্রেই ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত নমুনা প্রেরণের পূর্বেই যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। নমুনা প্রেরক সংস্থাকে তপসিল- ১ ফরম নপ- ৫ পূরণ করিয়া নমুনা সংরক্ষণের অনুরোধ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ সরকারী এবং বেসরকারি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করিয়া প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যথাসময়ে জ্ঞাপন করিবে;

(৩) সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রেরিত নমুনা প্রাপক সংস্থা পাইবার পর পরই প্রাপ্তি স্বীকার এবং নমুনাটির অবস্থা সম্পর্কে প্রেরক সংস্থাকে তপসিল- ১ ফরম নপ- ৬ পূরণ করিয়া পত্র মারফত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে হইবে।

(৪) সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রেরিত নমুনা প্রাপক সংস্থা পাইবার পর প্রবিধান ৭ (১) -তে উল্লিখিত পরিবেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই নমুনা ব্যবহার সংক্রান্ত সকল নির্দেশনাই মূল অধিক্ষেত্রের আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নিকট হইতে আসিবে, অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিবেনা।

(৫) সাধারণভাবে কোন নমুনাই তিন (৩) মাসের বেশী সংরক্ষণ করা যাইবেনা। তবে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত নমুনা উক্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ ও দায়-দায়িত্ব

১১। খাদ্য বিশ্লেষক নিয়োগ— (১) খাদ্য বিশ্লেষকের যোগ্যতা ও নিয়োগের শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ:

(ক) কোন ব্যক্তি 'খাদ্য বিশ্লেষক' হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না যদি না তিনি প্রাণরসায়ন বা অণুজীব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হইয়া সরকারী কোন খাদ্য পরীক্ষাগারে বিশ্লেষক হিসাবে কমপক্ষে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়া থাকেন অথবা চিকিৎসা বা খাদ্য বা কৃষি বা জীববিজ্ঞানের যে কোন শাখা, অথবা রসায়ন বিষয়সহ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারী হইয়া কোন পরীক্ষাগারে বিশ্লেষক হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়া থাকেন;

তবে শর্ত থাকে যে এই প্রবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিশুদ্ধ খাদ্য বিধিমালা, ১৯৬৭ এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন বা বিধিমালার অধীনে 'পাবলিক এনালিস্ট' হিসাবে কর্মরত কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৪৫ -এর আওতায় 'খাদ্য বিশ্লেষক' হিসাবে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন;

(খ) খাদ্য বিশ্লেষকের বেতন, ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে নির্ধারণ করিবে;

(গ) এই বিধির অধীনে খাদ্য বিশ্লেষক হিসাবে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকেন।

(ঘ) খাদ্য বিশ্লেষক ও সনদ প্রদানকারী ব্যক্তি, পরীক্ষাগার বা কার্যালয় প্রধানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

১২। খাদ্য বিশ্লেষকের সাধারণ দায়িত্ব— আইনের ৪৫ এবং ৪৬ (২) ধারা ধারা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত খাদ্য বিশ্লেষকের সাধারণ দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ—

(ক) পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত নমুনা গ্রহণ, লগ বইতে রেজিস্ট্রিকরণ এবং নমুনা প্রস্তুতকরণ;

(খ) খাদ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ। তথ্য ও উপাত্ত সমূহের সফট কপি সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সরবরাহ করিবেন;

(গ) যথাযথ পদ্ধতিতে নমুনা ব্যবহার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন/সঠিকতার মান নিরূপণ ও তাহা বজায় রাখা;

(ঙ) পরীক্ষার মানের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধিকরণ;

(চ) খাদ্য বিশ্লেষণে ভ্রম-শূন্যতা, নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতা বজায় রাখা;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন করা;

(জ) নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবার ক্ষেত্রে সরকার এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত সকল নির্দেশনা অনুসরণ করিবেন এবং হালনাগাদ করিয়া রাখিবেন এবং

(ঝ) নমুনা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সকল উৎকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নমুনা গ্রহণ এবং পরীক্ষণ

১৩। খাদ্য বিশ্লেষক কর্তৃক নমুনা গ্রহণ— (১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাদ্য বিশ্লেষক তিনটি উৎস হইতে নমুনা প্রাপ্ত হইবেন, যথা—

(ক) আইনের ৪৬ ধারায় যে কোন ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বাজার হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিবে;

(খ) আইনের ৪৭, ৫০ এবং ৫৩ ধারায় কর্তৃপক্ষ বা ইহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিবে এবং

(গ) আইনের ৭৩ ধারায় আদালত কর্তৃক নমুনা সরাসরি প্রেরণ।

(২) খাদ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের নিমিত্তে ঐ সকল উৎস হইতে প্রাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে খাদ্য বিশ্লেষক নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও দায়িত্ব পালন করিবেন –

(ক) পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য খাদ্য নমুনার দুইটি অংশ প্রাপ্তির পর খাদ্য বিশ্লেষক নমুনার ধারণপাত্রের সহিত প্রাপ্ত পত্র, লেবেল, সিলমোহর, কোড নম্বর, প্রেরকের স্বাক্ষর ও দূরালাপনি নম্বর এবং মোড়কের সঠিকতার বিষয়সমূহ পরীক্ষান্তে তাহা রেকর্ড করিবেন। কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে বা সন্দেহ হইলে তাহাও রেকর্ড করিবেন এবং প্রাথমিক সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রেরকের দপ্তরে যোগাযোগ করিবেন;

(খ) দুইটি নমুনার কোন একটি বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহা তিনি রেকর্ড করিবেন এবং প্রেরকের দপ্তরকে অবহিত রাখিয়া অপর নমুনাটি লইয়া পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অনুপযুক্ত নমুনাটি সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক ধ্বংস করিতে হইবে;

(গ) দুইটি নমুনাই বিশ্লেষণের জন্য অনুপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে তাহাও রেকর্ড করিবেন এবং প্রেরকের দপ্তরে অনতিবিলম্বে প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) উপরে (ক) হইতে (গ) -তে বর্ণিত অসংলগ্নতাগুলি খাদ্য বিশ্লেষক প্রথম সুযোগেই তপসিল- ১ এ প্রদত্ত ফরম নপ- ৭ পূরণ করিয়া নমুনা প্রেরককে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন এবং নমুনাটি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের যোগ্য না হইলে তাহাও জানাইয়া দিবেন;

(ঙ) নমুনা প্রেরক সংস্থা উপরের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তাহার দপ্তরে রক্ষিত খাদ্য নমুনার অপর অংশটি যথাযথ পদ্ধতিতে পুনরায় খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে প্রেরণ করিবেন;

(চ) অনুরূপভাবে আইনের ধারা ৭৩ মোতাবেক প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত হইলে বা কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা থাকিলে তদসংক্রান্ত তথ্য খাদ্য বিশ্লেষক অবিলম্বে তপসিল- ১ প্রদত্ত নপ- ৭ -এ প্রযোজ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া যে আদালত হইতে নমুনা আসিয়াছে উক্ত আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(ছ) যথাযথভাবে নমুনা গ্রহণের পর খাদ্য বিশ্লেষক যে কোন এক্রিডিটেড খাদ্য ল্যাবরেটরিতে বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত/নির্ধারিত খাদ্য পরীক্ষাগারে নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) আইনের ৪৬ ধারা এবং ৭৩ ধারায় প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবার লক্ষ্যে খাদ্য বিশ্লেষক উৎকৃষ্ট পন্থা বা আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ অনুসারে কার্যসম্পাদন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে আইনের ৪৬ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তি নমুনা প্রদানকালে খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট -ফরম নপ- ১ -এর সংলাগ -এর দ্বিতীয় অংশ ব্যবহার করিয়া এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিবেন যে তিনি নমুনা পরীক্ষার সনদ

বা উহার অনুলিপি তাহার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন করিতে বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিবেন না। খাদ্য বিশ্লেষক পরবর্তীতে উক্ত ঘোষণা পত্র নমুনা প্রেরকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

১৪। নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি—(১) খাদ্য বিশ্লেষক কর্তৃক নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সময় সময় অনুমোদিত ও হালনাগাদকৃত পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্দেশিকা জারী করিবে;

(২) যদি উক্ত পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্দেশিকা-তে খাদ্যের কোন উপাদান পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতি উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আন্তর্জাতিক কোন বিশ্লেষণী বা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি (যেমন International Commission on Microbiological Specification for Foods; International Standard Organization; Association of Official Analytical Chemists) গ্রহণ করা যাইবে;

(৩) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভিজিল্যান্স কার্যক্রম বা বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসাবে বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে নির্দেশিত হইয়া যে কোন সংস্থা তাৎক্ষণিক-ভাবে কোন নমুনা গ্রহণ করিয়া ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রাপ্ত ফলাফলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ দূষক বা ভেজাল পাওয়া গেলে উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আইনের ৫৫ ধারার বিধানসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

-- তবে শর্ত থাকে যে মামলা দায়ের করিতে হইলে উক্ত নমুনা যথাযথ প্রক্রিয়ায় খাদ্য বিশ্লেষক -এর মাধ্যমে সনদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে;

(৪) খাদ্য পরীক্ষাগার ও খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হইতে হইবে। খাদ্য বিশ্লেষক স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করত: নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার স্বার্থে যে কোন স্থানে অবস্থিত খাদ্য ল্যাবরেটরি ব্যবহার করিতে পারিবে;

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্লেষণ এবং সনদ

১৫। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ — (১) খাদ্য বিশ্লেষক নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জরুরী ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলাফল উল্লেখপূর্বক সনদ প্রেরণ করিবেন।

-- তবে বিশেষায়িত পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় হইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হইলে বা কোন নমুনা দেশের বাহিরে প্রেরণের প্রয়োজন হইলে উক্ত ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমার অতিরিক্ত হিসাবে যোগ করা যাইবে;

(২) আইনের ৭৩ ধারায় আদালত নির্দেশিত ও প্রেরিত নমুনা প্রেরণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ সম্পন্ন করিয়া উহার সনদসহ প্রতিবেদন আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে;

-- তবে শর্ত থাকে যে যুক্তিসঙ্গত কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হইলে সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত সময় পাওয়া যাইবে;

(৩) নমুনা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণের নিমিত্তে প্রত্যেক খাদ্য পরীক্ষাগার পরীক্ষা পদ্ধতির নামসহ উক্ত পরীক্ষাগারের নাম-ঠিকানা সম্বলিত অফিসিয়াল কাগজে সরবরাহ করিবে।

১৬। সনদ প্রদান-- (১) নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে খাদ্য বিশ্লেষক তপসিল-১ এর ফরম নপ- ৮ মোতাবেক সনদ তিন প্রস্থে প্রস্তুত করিবেন। খাদ্য পরীক্ষাগারের পরীক্ষার ফলাফলসহ খাদ্য বিশ্লেষক নিজ দায়িত্বে সনদের একটি কপি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে এবং সনদের দুইটি কপি নমুনা প্রেরক অফিসে প্রেরণ করিবেন;

(২) আইনের ৭৩ ধারায় প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সনদের দুইটি কপি সরাসরি আদালতে প্রেরণ করিবেন এবং একটি কপি কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে প্রেরণ করিবেন;

(৩) পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি সরাসরি নমুনা খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে, সনদের একটি কপি উক্ত ব্যক্তিকে, একটি সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার দপ্তরে এবং একটি কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে প্রেরণ করিবেন;

(৪) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের খাদ্য বিশ্লেষকের যথাযথ স্বাক্ষর ব্যতীত কোন নমুনা পরীক্ষার সনদ গ্রহণযোগ্য হইবেনা;

(৫) নমুনা প্রাপ্তি থেকে সনদ প্রদান পর্যন্ত সকল কাজে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখিতে হইবে। গোপনীয়তা ফাঁস হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে তাহা প্রতিকারের সকল ব্যবস্থা খাদ্য বিশ্লেষক গ্রহণ করিবেন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য বিশ্লেষককে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(৬) খাদ্য বিশ্লেষক প্রত্যেক নমুনা পরীক্ষার তথ্যাদি সফট কপি ডাটাবেজ -এ ধারণ করিয়া রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই কাজে তিনি খাদ্য পরীক্ষাগারের বা প্রতিষ্ঠানের সকল সহযোগিতা লাভ করিবেন। এই মর্মে সকল নির্দেশনা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি করিবে;

(৭) প্রত্যেক খাদ্য গবেষণাগার বা প্রতিষ্ঠান, যাহা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ -এর উদ্দেশ্য অর্জন-কল্পে নমুনা খাদ্য বিশ্লেষণ করিবে, সকল খাদ্য বিশ্লেষণের তথ্যাদি হার্ড-কপি এবং সফট কপি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতি, তথ্য আদান-প্রদান, তথ্য ধারণ ইত্যাদি বিস্তারিত জানাইবার ব্যবস্থা করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্যান্য

১৭। খাদ্য পরীক্ষণের সনদ প্রাপ্তির পর করণীয়—(১) প্রবিধান ১৬ (১) ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত দুইটি সনদের মধ্যে একটি সনদ অধিক্ষেত্রের আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার দপ্তরে দাপ্তরিক ব্যবহারের প্রেরণ করিতে হইবে এবং একপ্রস্ত সনদ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নমুনা প্রদানকারী ব্যক্তি বা বাধ্যতামূলক বিক্রয়কারী বা নমুনা সমর্পণকারীকে, যাহার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল বা যাহার খাদ্যদ্রব্য জব্দ করা হইয়াছিল, তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন;

(২) খাদ্য পরীক্ষার সনদে খাদ্য অনিরাপদ প্রতীয়মান হইলে, উক্ত নমুনা বিক্রেতা বা বাধ্যতামূলক বিক্রয়কারী বা নমুনা সমর্পণকারীকে বা যাহার খাদ্যদ্রব্য জব্দ করা হইয়াছিল, আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা তাহার পক্ষে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উক্ত ব্যক্তি এবং বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন এবং একপ্রস্ত সনদ উক্ত মামলা দায়ের করার প্রয়োজনে দালিলিক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিবেন;

(৩) আইনের ধারা ৫০ এবং ৭৩ মোতাবেক আদালতের নির্দেশে সম্পাদিত নমুনা পরীক্ষা সনদ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা উক্ত সনদের ভিত্তিতে একটি পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করিয়া উক্ত সনদ সহকারে আদালতে পেশ করিবেন;

(৪) আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা তাহার হেফাজতে রাখা নমুনা ৩ মাস পর্যন্ত বা মামলা সংক্রান্ত হইলে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা আদালতের ভিন্নরূপ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বেশি সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৮। পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ফিস— (১) সরকার বিধি দ্বারা নমুনা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ ফিস নির্ধারণ করিবে যাহা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের, উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা ব্যয় নির্বাহের বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

১৯। ক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক প্রতিকার— নমুনা পরীক্ষা সনদের ফলাফলে কোন পক্ষ ক্ষুব্ধ হইলে তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে তাহার কারণ উল্লেখপূর্বক যথাযথ প্রতিকার দাবী করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২০। প্রবিধানমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ— এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার বাংলা পাঠের ইংরাজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

তপসিল- ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ১
[প্রবিধান ৩ (২) (খ) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ:_____ _____

বিষয়: নমুনা সংগ্রহ নোটিশ

<table>
<tr><td>১। যে সকল আইন এবং প্রবিধানবলে নমুনা খাদ্য সংগ্রহের নোটিশ প্রদান করা হইতেছে</td><td colspan="2">নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৬/৪৭/৫৫
নিরাপদ খাদ্য (নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫</td></tr>
<tr><td>২। যে ব্যক্তি বা নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে নোটিশ প্রদান করা হইতেছে তাহার নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও দূরালাপনি নং</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৩। যে কারণে উক্ত নোটিশ প্রদান করা হইতেছে:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৪। নমুনা সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সময়</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৫। খাদ্য নমুনার নাম:

৬। উৎপাদন ব্যাচ নং-

৭। উৎপাদন কোড নং-

৮। উৎপাদনকারী নাম:

৯। প্যাকেজিং স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১০। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ:</td><td>১০। খাদ্য-নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১১। নমুনা সংগ্রহের কারণ:

১২। নমুনা পরীক্ষার বিষয়:

১৩। অন্যান্য তথ্য:</td><td>১৪। সংযুক্ত দলিলপত্রের তালিকা:</td></tr>
<tr><td colspan="2">১৫। সাক্ষীর নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ও দূরালাপনি নং
ক)

খ)</td><td>১৬। ব্যক্তি/নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর স্বাক্ষর/ অঙ্গুলির ছাপ ও তারিখ</td></tr>
<tr><td colspan="2">১৭।

কোড নং (প্রয়োজনে ব্যবহার হইবে)</td><td>১৮।
নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের নাম, স্বাক্ষর ও দূরালাপনি নং</td></tr>
<tr><td colspan="3">১৯। অনুলিপি:
ক) জনাব, _____ (ব্যক্তি/নমুনা বিক্রেতা/সমর্পণকারী) _____ _____
খ) আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, _____ _____ _____ _____
গ) জনাব, _____ (উৎপাদনকারী, বিতরণকারী/সরবরাহকারী) _____ _____</td></tr>
</table>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ-১ সংলাগ
[প্রবিধি ৩ (২) গ দ্রষ্টব্য]

প্রথম অংশ

আইনের ধারা ৪৭ (৩)

ঘোষণা

আমি _____ _____ _____ _____ (নমুনা প্রদানকারী) এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট, বিশ্লেষণ বা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে, সংগৃহীত নমুনা বিক্রয়/সমর্পণ করিয়াছি। এই খাদ্য নমুনা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য ও উপাত্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ -এর লক্ষ্য অর্জনে কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে পারিবে।

ঠিকানা, ও দূরালাপনি নং

ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর/অঙ্গুলির ছাপ

দ্বিতীয় অংশ

আইনের ধারা ৪৬ (১)

ঘোষণা

আমি _____ _____ _____ _____ (নমুনা প্রদানকারী) এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে বর্ণিত নমুনা পরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য স্বেচ্ছায় প্রদান করিতেছি। খাদ্য বিশ্লেষক প্রদত্ত কোন সনদ বা উহার অনুলিপি আমার ব্যবসায়িক স্থাপনা বা অন্য কোন স্থানে প্রদর্শন বা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিব না। এই খাদ্য নমুনা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য ও উপাত্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ -এর লক্ষ্য অর্জনে কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে পারিবে।

ঠিকানা, ও দূরালাপনি নং

ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর/অঙ্গুলির ছাপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ২
[(প্রবিধান ৭ (৪) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ:_____ _____

প্রাপক: বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, _____ _____

বিষয়: আদালতের নির্দেশে প্রাপ্ত নমুনা অবহিতকরণ

<table>
<tr><td>১। প্রাপ্ত নমুনাটি আইনের কোন ধারায় আদালত প্রেরণ করিয়াছে</td><td colspan="2">ধারা ৫০
ধারা ৭৩</td></tr>
<tr><td>২। নমুনা প্রেরক আদালতের নাম ও রেফারেন্স নং
৩। নমুনা পাওয়ার সময় ও তারিখ</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৪। মামলা নং</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৫। নমুনার নাম
৬। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ
৭। খাদ্য নমুনাটি অবিকল/ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে
৮। ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে বিস্তারিত বর্ণনা</td><td>৯। উৎপাদন ব্যাচ নং-
১০। উৎপাদন কোড নং-
১১। প্যাকেজিং স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২। উৎপাদনকারী নাম
১৩। অন্যান্য তথ্য</td><td>১৪। খাদ্য নমুনার সহিত প্রাপ্ত দলিলপত্রের তালিকা</td></tr>
<tr><td colspan="2">১৪।
কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)</td><td>১৫।
আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ও দূরালাপনি নং</td></tr>
</table>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৩
[প্রবিধান ৭ (৫) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

আদালতের বরাত: _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

বিষয়: খাদ্য নমুনা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত পাওয়া প্রসঙ্গে

প্রাপক: বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, _____ _____

_____ _____

বরাত পত্রে প্রেরিত খাদ্য নমুনায় অসঙ্গতি পাওয়া গিয়াছে মর্মে খাদ্য বিশ্লেষক, _____ _____ _____ জানাইয়াছেন। তাহার মতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অসঙ্গতি থাকায় নমুনা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নাই। আদালতের সদয় অবগতির জন্য অসঙ্গতিসমূহ উল্লেখপূর্বক যে পত্রটি খাদ্য বিশ্লেষকের নিকট হইবে পাওয়া গিয়াছে তাহা সংযুক্ত করা হইলো।

সংযুক্তি: বর্ণনানুযায়ী

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ও দূরালাপনি নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৪
[প্রবিধান ৯ (৩) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

বিষয়: পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য নমুনা প্রেরণ

প্রতি
খাদ্য বিশ্লেষক/ খাদ্য পরীক্ষাগার/কার্যালয় প্রধান

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৬/৪৭/৫০/৫৫/৭৩ এর অধীন প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত নমুনা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য খাদ্য নমুনার দুইটি অংশ কোড নম্বরসহ আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

১। নমুনা সংগ্রহের সময় ও তারিখ:	
২। নমুনার নাম: ৩। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ: ৪। উৎপাদন ব্যাচ নং- ৫। উৎপাদন কোড নং- ৬। নমুনা সংগ্রহের কারণ:	৭। নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য: ৮। পরীক্ষার অভিপ্রায়/বিষয়: ৯। অন্যান্য তথ্য:
১০। নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ:	
১১। কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১২। নমুনা প্রেরণকারীর নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ও দূরালাপনি নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৫
[প্রবিধান ১০ (২) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

বিষয়: সংরক্ষণের নিমিত্ত নমুনা প্রেরণ

প্রতি
সংস্থা প্রধান/অফিস প্রধান

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৬/৪৭/৫০/৫৫/৭৩ এর অধীন প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত নমুনা সংরক্ষণ করিবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। নমুনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

১। সংরক্ষণের জন্য নমুনা প্রেরণের সময় ও তারিখ	২। নমুনার সংখ্যা ও পরিমাণ
৩। নমুনা সংরক্ষণের পরিবেশ	৪। সংরক্ষণ কাল
৫। ধারণপাত্রের সঠিক বর্ণনা	৬। অন্যান্য তথ্য
৭। কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ও দূরালাপনি নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৬

[প্রবিধান ১০ (৩)

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

সুত্রঃ কোড নং _____ _____ _____ _____

প্রাপক:

_____ _____ (নমুনা প্রেরণকারী)

_____ _____ _____

বিষয়: সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তি স্বীকার

বর্ণিত স্মারক মারফত সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রেরিত খাদ্য নমুনা গ্রহণকালে যে সকল অসঙ্গতি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ-

ক্রমিক	**নমুনা ও ধারণপাত্রের বর্ণনা**
ক)	শুধুমাত্র স্মারক পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই;
খ)	শুধুমাত্র নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোন স্মারক পত্র পাওয়া যায় নাই;
গ)	নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায় / ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে বর্ণনা দিন-
ঘ)	নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল ক্ষতিগ্রস্ত / মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা-
ঙ)	প্রেরিত পত্রে সংরক্ষণের মেয়াদকাল সম্পর্কে উল্লেখ নাই
চ)	প্রেরিত পত্রে প্রেরকের স্বাক্ষর আছে বা নাই
ছ)	প্রেরিত পত্রে কোড নম্বর আছে বা নাই

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ও দূরালাপনি নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৭
[প্রবিধান ১৩ (২) (ঙ) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

সুত্রঃ _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

প্রাপক: নমুনা প্রেরণকারী/_____ _____ আদালত

বিষয়: পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত নমুনার প্রাপ্তি স্বীকার

বর্ণিত স্মারক মারফত পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত খাদ্য নমুনায় যে সকল অসঙ্গতি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ-

ক)	শুধুমাত্র স্মারক পত্র পাওয়া গিয়াছে, কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই;
খ)	শুধুমাত্র নমুনা পাওয়া গিয়াছে, কোন স্মারক পত্র পাওয়া যায় নাই;
গ)	নমুনার ধারণপাত্র অক্ষত অবস্থায় / ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে বর্ণনা-
ঘ)	নমুনার ধারণপাত্রের গায়ে সাঁটা লেবেল ক্ষতিগ্রস্ত / মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা দিন-
ঙ)	ধারণপাত্রের ভিতরে নমুনার কোড পাওয়া যায় নাই / অস্পষ্ট / ঘষামাজা করা;
চ)	পরীক্ষার জন্য ন্যূণতম পরিমাণ নমুনা / কম পরিমাণ নমুনা পাওয়া গিয়াছে কম পরিমাণ হইলে উহার পরিমাণ লিখিতে হইবে
ছ)	খাদ্য নমুনাটি ক্ষতিগ্রস্ত / অবিকল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে বর্ণনা দিন-
জ)	প্রেরিত পত্রে প্রেরকের স্বাক্ষর আছে বা নাই
ঝ)	প্রেরিত পত্রে কোড নম্বর আছে বা নাই

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম নপ- ৮
[প্রবিধি ১৬ (১) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নং _____ _____ _____ _____ _____ তারিখ: _____ _____

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ফলাফলের সনদ

প্রাপক:

নমুনা প্রেরণকারী ব্যক্তি/সংস্থা/আদালত, _____ _____ _____

নমুনা প্রেরণকারীর রেফারেন্স: _____ _____ _____

নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ফলাফল

নমুনা কোড নং

(ক) ভৌত পরীক্ষা:

(খ) রাসায়নিক পরীক্ষা:

(গ) অণুজৈবিক পরীক্ষা:

(ঘ) অন্যান্য পরীক্ষা:

সনদ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৪৯ ধারায় ক্ষমতা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া খাদ্য পরীক্ষাগারের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া এই মর্মে সনদ প্রদান করিতেছি যে প্রাপ্ত খাদ্য নমুনার খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ/অনিরাপদ, মানসম্পন্ন/মানসম্পন্ন নয়, ভেজাল/নকল/ মিসব্রান্ডেড এবং ... ... (অন্যান্য বিবরণ)।

খাদ্য বিশ্লেষকের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

তপসিল- ২

[প্রবিধান ৯ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিশ্লেষণের জন্য নমুনার ন্যূণতম পরিমাণ (প্রয়োজনে তালিকাটি সংশোধন করা যাবে)

ক্রমিক	খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ
১।	**দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য**	
১.১	তরল দুগ্ধ (পাস্তুরিত, নির্জীবিত) / তরল বাটার দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.২	ফারমেন্টেড দুগ্ধ / মিষ্টি দধি / ফ্লেভারযুক্ত দুগ্ধ	৫০০ মিলিলিটার
১.৩	ঘন দুগ্ধ / বাস্পায়িত দুগ্ধ / টক দধি / মালাই	২০০ গ্রাম
১.৪	ক্রিম / আইসক্রিম / আইস-ক্যান্ডি / আইস ললি / কুলফি	৩০০ গ্রাম
১.৫	গুড়া দুগ্ধ /হোয়ে পাউডার / গুড়া ক্রিম / দুগ্ধজাতীয় বিকল্পসমূহ	২৫০ গ্রাম
১.৬	পনির / ছানা	২৫০ গ্রাম
১.৭	দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন / পুডিং	২৫০ গ্রাম
১.৮	তরল ঘোল / হোয়ে পাউডার / ঘোল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ মিলিলিটার
২।	**ভোজ্য তেল এবং তেল জাতীয় খাদ্য**	
২.১	ভেজিটেবল তেল / বাটার তেল / মাছের তেল / অন্যান্য ভোজ্য তেল	৪০০ মিলিলিটার
২.২	ফ্যাট ইমালশন /বাটার / ঘি / মাখন	২০০ গ্রাম
৩।	**সরবত এবং সরবত জাতীয় পানীয়**	
৩.১	চিনি বা গুড়ের সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৩.২	কৃত্রিম চিনির সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৩.৪	অন্যান্য সরবত	৫০০ মিলিলিটার
৪।	**ফল এবং শাক-সবজী জাতীয়**	
৪.১	তাজা ফল / হিমায়িত ফল	৫০০ গ্রাম
৪.২	শুষ্ক ফল / অন্যান্য ফলজাত খাবার	২৫০ গ্রাম
৪.৩	তাজা সবজী / হিমায়িত সবজী / অন্যান্য সবজী-জাত খাবার	৫০০ গ্রাম
৪.৪	আচার / চাটনি / জেলি	২৫০ গ্রাম
৫।	**কনফেকশনারি**	
৫.১	কোকো পাউডার / চকলেট পাউডার /	২৫০ গ্রাম
৫.২	ক্যান্ডি / নাগেট / চকলেট	২৫০ গ্রাম
৫.৩	চুইং গাম	২৫০ গ্রাম
৫.৪	ফুড ডেকোরেশন / টপিংস / সুইট সস	২৫০ গ্রাম
৬।	**সিরিয়াল এবং সিরিয়াল-জাতীয় খাদ্য**	
৬.১	খাদ্যশস্য ও ডাল (আস্ত বা ভাঙ্গা)	১ কেজি
৬.২	আটা / ময়দা / সুজি / বেসন / অন্যান্য পাউডার	৫০০ গ্রাম
৬.৩	ভাত / রুটি /	৫০০ গ্রাম
৬.৪	পাঁশটা / নুডুল /	৫০০ গ্রাম
৬.৫	রাইস পুডিং / পায়েস /	৫০০ গ্রাম
৬.৬	আবরণী তরল (মৎস্য বা মাংসে ব্যবহৃত)	৫০০ গ্রাম
৬.৭	চালের পিঠাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য	৫০০ গ্রাম
৬.৮	সয়াবিন কার্ড / বেভারেজ / টফু	৫০০ গ্রাম
৭।	**বেকারি জাতীয় খাবার**	
৭.১	ব্রেড / রোলস / বান / মাফিন / পিঠা	২৫০ গ্রাম
৭.২	কেক /বিস্কিট / পাই / ডোনাট /	২৫০ গ্রাম
৭.৩	ক্রিস্প / চিপস	২৫০ গ্রাম
৭.৪	কর্ণ ফ্লেক্স / রাইস ফ্লেক্স	২০০ গ্রাম
৮।	**মাংস এবং মাংস-জাতীয়**	
৮.১	তাজা মাংস / পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.২	প্রসেসড মাংস / পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৮.৩	প্রসেসড কমুটেড মাংস / পোল্ট্রি	৫০০ গ্রাম
৯।	**ভক্ষণযোগ্য খাদ্যাবরণ**	
৯.১	সসেস আবরণ	২৫০ গ্রাম
১০।	**মাছ এবং মাছজাতীয় খাদ্য**	৫০০ গ্রাম

১১।	**সুইটনার**	
১১.১	দানাদার চিনি / ফ্রুকটোজ / ডেক্সট্রোজ / ল্যাকটোজ ইত্যাদি	২৫০ গ্রাম
১১.২	গুড় / মোলাসেস	২৫০ গ্রাম
১১.৩	সিরাপ / ঘন চিনি / ঘন ফ্রুট জুস	২৫০ গ্রাম
১১.৪	মধু / মল্টেড প্রডাক্ট	২৫০ গ্রাম
১১.৫	আর্টিফিশিয়াল সুইটনার	১০০ গ্রাম
১২।	**লবণ, মশলা, খাদ্য রং, ইত্যাদি**	
১২.১	ভোজ্য লবণ / ফরটিফাইড লবণ / লবণ সাবস্টিটিউট	২০০ গ্রাম
১২.২	মশল্লা	২৫০ গ্রাম
১২.৩	ভিনেগার	৩০০ মিলিলিটার
১২.২	খাদ্য রং / খাদ্য রং প্রস্তুতিসমূহ	২৫ গ্রাম
১২.৩	বেকিং পাউডার	২৫ গ্রাম
১২.৫	সিলভার পাতা	২ গ্রাম
১৩।	**ফরমুলেটেড খাবার**	
১৩.১	শিশু খাদ্য / ওয়েনিং ফুড	৫০০ গ্রাম
১৩.২	কমপ্লিমেন্টারী খাবার (বিভিন্ন বয়সের)	৫০০ গ্রাম
১৩.৩	বিশেষায়িত খাবার (চিকিৎসার কারণে)	৫০০ গ্রাম
১৩.৪	অন্যান্য ফুড সাপলিমেন্টস	৫০০ গ্রাম
১৪।	**বেভারেজ (এলকোহল মুক্ত)**	
১৪.১	সাধারণ খাবার পানি (প্রাকৃতিক/প্যাকেটজাত) (৫০০ মিলি **X** ৪ প্যাকেট)	২ লিটার
১৪.২	ফল ও সবজির রস	১ লিটার
১৪.৩	খেজুর / তালের রস	১ লিটার
১৪.৪	কারবনেটেড এনার্জি / নন-এনার্জি বেভারেজ	৩ লিটার
১৪.৫	তরল চা /কফি	৫০০ গ্রাম
১৪.৬	ইনস্ট্যান্ট গুড়া চা / কফি	১০০ গ্রাম
১৫।	**রেডি খাবার**	**৫০০ গ্রাম**
১৬।	হোটেল-রেস্তোরার খাবার	৫০০ গ্রাম
১৭।	অনির্ধারিত খাবার	৫০০ গ্রাম

অভিসম্বন্ধঃ (ইহা প্রবিধানমালার অংশ হইবেনা)

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

২. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪

৩. পিওর ফুড বিধি, ১৯৬৭

4. Food Safety and Standards Rules, 2011 (Food Safety and Standards Authority of India)
5. Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulation, 2011 (Food Safety and Standards Authority of India)
6. Codex Alimentarius
7. International Commission on Microbiological Specification for Foods
8. International Standard Organization (ISO)
9. Association of Official Analytical Chemists (AOAC)
10. The Food Safety (Sampling and Qualification) Regulation, 2013 (England)
11. Guidance Document on Official Control under Regulation EC No. 882/2004
12. Food Law Practice Guidance, 2012 (England)